তারিখ ... 03 MAY 1996 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈঃ জনকণ্ঠ

শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি পেশ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্ভুত বিচার ।। লাঞ্ছিত ছাত্রীকেই কর্তৃপক্ষ বহিষ্কার করেছে !

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩ ছাত্র-ছাত্রীর বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বাতিলের দাবি জানিয়ে বুধবার সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেছে। পূর্বপরিকল্পিত, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের ভিত্তিতে এ সকল ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের দু'জন দীপিকা ভট্টাচার্য ও অনির্বাণ মোস্তফা বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠ কার্যালয়ে এসে জানান, ১৯৯৪ সালের ২৬ অক্টোবর সন্ধ্যায় লাইব্রেরিতে যাবার পথে স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসী দীপিকাকে লাঞ্ছিত করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ও ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছাত্রছাত্রী পরবর্তীতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নেয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নেতৃত্বে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের একটি চক্র উদ্দেশ্যমূলকভাবে ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৬ ছাত্রকে 'কারণ দর্শানোর নোটিস' দেয়। এদের মধ্যে ১৩ জনকে এক হতে

(শেষ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(প্রথম পাতার পর)

তিন সেমিস্টারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কার করা হয়।

এ সকল ঘটনায় দীপিকার শিক্ষা জীবনের 'প্রকারান্তরে ইতি ঘটিয়ে সামাজিকভাবে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে' বলে তাঁর বাবা জনকণ্ঠকে জানান।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, দীপিকা লাঞ্ছিত হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'দীপিকার ভবিষ্যত ও সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে অন্য কোন ব্যবস্থা না নেয়ার জন্য দীপিকার বাবাকে উপদেশ দেন'। উপাচার্যের আশ্বাস সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ১৯৯৫ সালের ২৭ জুলাই উক্ত সন্ত্রাসীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার সময় ছাত্ররা এক সন্ত্রাসীকে আটক করে। তার দেয়া নাম-পরিচয়ের ভিত্তিতে উত্তেজিত দু'শতাধিক ছাত্র আরও দুই সন্ত্রাসীকে আটক করে। ছাত্ররা এ সকল সন্ত্রাসীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা ও কয়েকজন শিক্ষকের হাতে তুলে দেয়। তারা এ সকল সন্ত্রাসীকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত আনসারদের কাছে সোপর্দ করে, ঐদিনই রাত ১১টায় সন্ত্রাসীদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ডঃ আবদুর রহমান ও প্রভোস্ট ডঃ খায়রুল আজমসহ কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মকর্তার দেয়া 'ডিকটেশনে' একটি অভিযোগপত্র তৈরি করা হয়। তাঁরা কয়েকজন ছাত্রকে ডেকে এতে স্বাক্ষর করতে বলেন, তাঁরাই উক্ত অভিযোগপত্রসহ সন্ত্রাসীদের পুলিশে সোপর্দ করেন। এ সকল ছাত্রের বিরুদ্ধেই পরবর্তীতে থানায় মামলা দায়ের করে তাদের আইনের চোখে অপরাধী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালানো হয় বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, সন্ত্রাসীদের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় স্মারকলিপি পেশ, মৌন মিছিল ও ক্লাস বর্জনসহ শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। ১৯৯৫ সালের অক্টোবরে পরীক্ষা চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৬ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করে। অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীদের আত্মপক্ষ সমর্থন এবং সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের জেরার সুযোগ না দিয়ে পক্ষপাতদুষ্টভাবে তদন্ত পরিচালিত হয় বলে কয়েকজন ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করেন।

জানা গেছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত না হলেও উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের নেতৃত্বে জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকদের একটি চক্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সকল কিছুই দলীয়করণের চেষ্টায় রত আছে। বিভিন্ন বছর স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, শহীদ দিবস, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও বিজয় দিবস পালনকালে প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে জামায়াত সমর্থিত এ শিক্ষকচক্রের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এ সকল ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে জব্দ করার জন্য চক্রটি দীপিকার লাঞ্ছিত হবার পরবর্তী ঘটনাবলীকে উপলক্ষ করে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।